PRINT

সমকাল

প্রত্যেক পরীক্ষা কেন্দ্রের সামনে থাকবে সিসিটিভি ক্যামেরা

১১ ঘণ্টা আগে

সাব্বির নেওয়াজ

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে শেষ পাবলিক পরীক্ষা 'জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট' (জেএসসি) ও 'জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট' (জেডিসি) শুরু হচ্ছে আগামী ১ নভেম্বর থেকে। সম্পূর্ণ নকলমুক্ত ও প্রশ্ন ফাঁসবিহীনভাবে এ পরীক্ষা সম্পন্ন করতে মরিয়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়। নজিরবিহীন নিরাপত্তায় এবার এ দুটি পরীক্ষা নেওয়ার আয়োজন করেছে এ মন্ত্রণালয়। প্রথমবারের মতো এবার এই পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র রাখা হচ্ছে সিকিউরিটি খামে। এ ছাড়া নিরাপত্তায় ব্যর্থতার কারণে ছয়টি কেন্দ্র বাতিল করা হয়েছে ঢাকা মহানগরীতে। প্রশ্ন ফাঁস রোধে পুলিশের পাশাপাশি আলাদা একটি পর্যবেক্ষণ কমিটি গঠন করেছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ। একই সঙ্গে পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে আয়োজনের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্রের সামনে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোসহ ২৭ দফা নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে কেন্দ্র সচিবদের। ১৫ সদস্যের বদলে পাঁচ সদস্যের পরীক্ষা কমিটি করা হয়েছে। সকাল সাড়ে ৯টার পর কোনো পরীক্ষার্থীকে কেন্দ্রে ঢুকতে দেওয়া হবে না। তবে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের পরীক্ষার্থীরা শুধু শনিবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত পরীক্ষা দেবে। সকাল সাড়ে ৯টার মধ্যেই পরীক্ষা কেন্দ্রে আসতে হবে তাদেরও। এ ছাড়া পরীক্ষার সময় কোচিং সেন্টার বন্ধ করা হবে। ঢাকা বোর্ডের সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এবার জেএসসি-জেডিসি- এই দুই পরীক্ষায় ২৬ লাখের কিছু বেশি পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। গতকাল সোমবার ঢাকা শিক্ষা বোর্ড মিলনায়তনে কেন্দ্র সচিবদের নিয়ে সভা করে বোর্ড কর্তৃপক্ষ। এতে পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে আয়োজনের জন্য ২৭ দফা নির্দেশনা দেওয়া হয়। পরীক্ষা কেন্দ্রের সামনে পরীক্ষা শুরুর পর থেকে শেষ না হওয়া পর্যন্ত অভিভাবকরা দল বেঁধে অবস্থান করতে পারবেন না। এ ছাড়া পরীক্ষা শুরুর ৩০ মিনিট আগে পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্রে প্রবেশের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনের প্রাক্কালে এবারের পরীক্ষা দুটি হওয়ায় এসব কঠিন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয় কেন্দ্র সচিবদের। অন্যান্য বছর পরীক্ষার জন্য কেন্দ্রের বাইরে ভেন্যু হিসেবে যেসব প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করা হতো এবার সেটি একেবারেই বাদ দেওয়া হয়েছে। এবার কোনো পরীক্ষার ভেন্যু কেন্দ্র নেই। এ ছাড়া কোনো ভাড়া বাড়িতে এবার পরীক্ষা কেন্দ্র রাখা হয়নি।

জানতে চাইলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক তপন কুমার সরকার বলেন, 'পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে নেওয়ার জন্য যা যা করা দরকার, তার সবই করা হয়েছে। কেন্দ্র সচিবদের বলা হয়েছে, সবসময় প্রস্তুত থাকতে। এবার পরীক্ষার ভেন্যু কেন্দ্র নামে কোনো শব্দ নেই। সবই মূল পরীক্ষা কেন্দ্র।'

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মু. জিয়াউল হক বলেন, 'এবারের জেএসসি পরীক্ষায় প্রথমবারের মতো সিকিউরিটি খামে প্রশ্নপত্র সরবরাহ করা হবে। ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যাতে প্রশ্নপত্র ফাঁস না হয়, সেজন্য বোর্ডের সচিব শাহেদুল খবীর চৌধুরীকে প্রধান করে ছয় সদস্যের পর্যবেক্ষণ কমিটি করা হয়েছে। পরীক্ষা চলাকালে কেন্দ্রের সামনে অভিভাবকদের জটলা করতে কিংবা দাঁড়াতে দেওয়া হবে না। এ জন্য কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ ও পুলিশকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হবে।' তিনি বলেন, 'কেন্দ্রের ২০০ গজের মধ্যে জারি হওয়া ১৪৪ ধারা কঠোরভাবে বলবৎ করা হবে। এই ১৪৪ ধারা সিসিটিভি ক্যামেরার আওতাভুক্ত থাকবে।'

২৭ দফা নির্দেশনা :জেএসসি পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে আয়োজনের জন্য ঢাকা শিক্ষা বোর্ড থেকে প্রশাসন, পুলিশ ও কেন্দ্র সচিবদের ২৭ দফা নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- কোনো অবস্থাতেই উপজেলা সদরের বাইরে প্রশ্নপত্র রাখা যাবে না। শিক্ষা বোর্ড থেকে প্রতিটি কেন্দ্রে দুই সদস্যের ভিজিল্যান্স টিম গঠন করা হবে। পরীক্ষার সময় একজন থাকবেন কেন্দ্রের ভেতরে, আরেকজন থাকবেন বাইরে। কেন্দ্র সচিব ব্যতীত অন্য কেউ মোবাইল ফোন/ ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস

নিয়ে কেন্দ্রে যেতে পারবেন না। ছবি তোলা যায় না শুধু এমন একটি ফোন কেন্দ্র সচিব নিজে ব্যবহার করতে পারবেন। কোনো অবস্থাতেই পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট নয়, এমন ব্যক্তিকে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না। ১৪৪ ধারা জারিকৃত চিহ্নিত স্থানগুলোতে লাল পতাকা টানাতে হবে। পরীক্ষা শুরুর আগে কেন্দ্রের বাইরে পরীক্ষার্থী, অভিভাবক বা অন্য কেউ যাতে জটলা সৃষ্টি করতে না পারে, সে ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রয়োজনে হ্যান্ডমাইক ব্যবহার করতে হবে।

ছয়টি কেন্দ্র বাতিল :আসন্ন জেএসসি পরীক্ষায় ঢাকা মহানগরীর ছয়টি কেন্দ্র বাতিল করেছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড। এর মধ্যে গ্রিনফিল্ড কলেজ কেন্দ্র বাতিলের কারণ হিসেবে শিক্ষা বোর্ড বলেছে, গত বছর জেএসসি পরীক্ষায় এই কেন্দ্রে নানা অব্যবস্থাপনা হয়েছিল। পাশাপাশি পরীক্ষা পরিচালনার নীতিমালা পরিপন্থী কাজও হয়েছিল। আর নিজেরাই আবেদন করে পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল চাওয়ায় বোর্ড কর্তৃপক্ষ মিরপুরের পাইকপাড়ার বশির উদ্দিন আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র বাতিল করেছে। ট্রাস্ট কলেজ পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করা হয়েছে ভাড়া বাড়িতে ক্যাম্পাস হওয়ায়। নানা অব্যবস্থাপনা ও পরীক্ষা পরিচালনা নীতিমালা পরিপন্থী কাজ করায় শ্যামপুর বহুমুখী হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করা হয়েছে। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কম এবং নিকটবর্তী কেন্দ্রগুলোতে ধারণক্ষমতা থাকায় সেগুনবাগিচা উচ্চ বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করা হয়েছে। একই কারণে রাজধানীর আরেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ফার্মগেটের নাজনীন স্কুল অ্যান্ড কলেজ পরীক্ষা কেন্দ্রটিও বাতিল করা হয়েছে।

শনিবার সন্ধ্যায় পরীক্ষা দিতে হবে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের :খ্রিষ্টানদের মধ্যে 'সেভেন্থ ডে এডভান্টিস্ট'

সম্প্রদায়ের সদস্যরা ধর্মীয় বিধিনিষেধের কারণে শনিবার দিনে পড়াশোনা কিংবা লেখালেখির কাজ করেন না। এতদিন বাংলাদেশে তাদের কথা চিন্তা করে শনিবারে কোনো পাবলিক পরীক্ষা রাখা হতো না। কিন্তু প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে পরীক্ষার সময় কমিয়ে আনতে গত বছর থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই বিধিনিষেধ না মেনে শনিবারও পরীক্ষার আয়োজন করে। এতে বিপদে পড়ে এই সম্প্রদায়ের সদস্যরা। গত ১৬ অক্টোবর ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এক আদেশ জারি করে বলেছেন, এই সম্প্রদায়ের পরীক্ষার্থীরা সকাল সাড়ে ৯টার মধ্যে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করে একটি কক্ষে বসে থাকবে। দিনভর সেখানে বসার পর সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত পরীক্ষা দেবে। প্রবেশপত্রের বাইরে ১২ ঘণ্টা এই সম্প্রদায়ের পরীক্ষার্থীরা সঙ্গে কিছু রাখতে পারবে না। এমনকি কোনো অবস্থাতেই তারা পরীক্ষা কেন্দ্রের নির্দিষ্ট কক্ষের বাইরে যেতে পারবে না এবং বাইরের কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে না।

জানতে চাইলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মু. জিয়াউল হক বলেন, 'ওরা এভাবেই অভ্যস্ত। কারণ এত ছোট ছোট বিষয় আমলে নিলে পরীক্ষার আয়োজন সংকটে পড়বে। খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীরা এই সময় ধর্মীয় গ্রন্থ পড়ে। তাদের বাবা-মা খাবার নিয়ে আসেন। তাদের কষ্ট হয় না।'

© সমকাল 2005 - 2018

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মুস্তাফিজ শফি । প্রকাশক : এ কে আজাদ

১৩৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৮৮৭০১৭৯-৮৫, ৮৮৭০১৯৫, ফ্যাক্স : ৮৮৭০১৯১, ৮৮৭৭০১৯৬,
বিজ্ঞাপন : ৮৮৭০১৯০ । ইমেইল: info@samakal.com